বাংলার বাণী

তারিখ 25 NOV 1991
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

23

গণশিক্ষার ফাঁকা বুলি

কথা বলা সহজ, কাজ কঠিন। তাই সহজতর পথটিই অনেকে অনুসরণ করেন। সাধারণ মানুষ সে পথ মাড়িয়ে সুবিধা করতে পারেন না। তাদের কিছু না কিছু কাজ করতে হয়। এটাও বাধ্যতামূলক। কাজ না করলেও যদি উনুনে হাঁড়ি চড়তো তবে হয়তো তারাও কাজ করার মতো এই কঠিন পথটি অনুসরণ করতো না। অসাধারণদের মতো কথায় খৈ ফুটিয়ে জীবনটা আরামে আয়াসে কাটিয়ে দিতে পারতো।

অসাধারণদের তেমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। দেশে কিছু না হলেও বিদেশ থেকে এন্তার ঋণ-লিল্লাহ আসছে। তা দিয়ে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য সেবনে কোন বাধা থাকছে না। ঋণের বোঝা সাধারণের উপর আর ভোগের অধিকার তো শুধু তাদেরই।

এই অসাধারণদের নিয়েই আমাদের নানা স্তরের, নানা পর্যায়ের নেতৃত্ব। রাষ্ট্রের কর্ণধার যারা হন তারা তাই কথাবলার ব্যাপারে যতটা পারদর্শী কাজের ব্যাপারে ততটা নয়। কথায় তাদের আবেগ থাকে, উত্তেজনা থাকে, গরীবের জন্য আশার ইশারা থাকে, সর্বোপরি মানুষকে সাময়িককালের জন্য হলেও ধোঁকা দেয়ার নানা কৌশলী গুণ থাকে। গণশিক্ষা, কর্মসূচী নিয়ে বিগত দু'টি শাসনামলে তেমন কথামালার রাজনীতিই সাজানো হয়েছিলো।

দেশ থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করা হবে, সাদা কাগজে ফুটে উঠা কালো হরফগুলো আমাদের সাধারণ মানুষের কাছেও অর্থবোধক হয়ে দাঁড়াবে, এমন একটা আশার কথা কার না মনে উৎসাহের সঞ্চার করে। জেনারেল জিয়া মানুষের এই ধরনের উস্কিয়ে দেয়া উৎসাহকে পুঁজি করে তাঁর অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য গণশিক্ষা কর্মসূচীর মতো যত কর্মসূচীই না গ্রহণ করেছিলেন। ফল এখন জানা যাচ্ছে আন্তঃ মন্ত্রণালয় কমিটির চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন থেকে।

প্রতিবেদনে ১৯৮০ সালে সূচিত গণশিক্ষা কর্মসূচীকে 'উচ্চাভিলাষী ধারণা ও ফাঁকা বুলি সর্বস্ব' হিসেবে অভিহিত করে বলা হয়েছে, কর্মসূচীর প্রতি সরকারের আন্তরিকতা এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও অঙ্গীকারের অভাব ছিল। কর্মসূচী সূচনার আগে পর্যাপ্ত সাংগঠনিক প্রস্তুতি ছিল না। ফলে বিএনপি আমলে এই কর্মসূচীর পেছনে যে সাত কোটি আশি লাখ টাকা ব্যয় তার সবটাই হয় অপচয়।

পরবর্তীকালে এরশাদ সরকার কিছুদিন এই কর্মসূচী স্থগিত রাখেন। কিন্তু মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্য নিত্য-নতুন প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নেরও তো একটা সীমা আছে। একসময় সে সীমাবদ্ধতা নতুন শাসককূল উপলব্ধি করেন। শুরু হয় পুরনো কৌশল নতুন করে সাজানো। পরিত্যক্ত গণশিক্ষা কর্মসূচী আবার জোরেশোরে 'বাস্তবায়ন' শুরু হয়। এবার নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় নয় পুরো চারশ' ষাটটি উপজেলায় গণশিক্ষা কর্মসূচী ছড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ কাজে যুক্ত করা হয় সরকারী কর্মকর্তাদের পাশাপাশি এনজিওদেরও।

এখন দেখা যাচ্ছে, নতুন সরকার ছয় কোটি পঁচানব্বই লাখ টাকা ব্যয় করে চারশ' ষাটটি উপজেলার স্থলে মাত্র সাতাশটি উপজেলাকে গণশিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় আনতে পেরেছিল। ফলাফলও সেই আগের সরকারের মতোই শূন্য। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, দুই সরকারের আমলে মোট চৌদ্দ কোটি পঁচাত্তর লাখ টাকা ব্যয়ে যে স্বল্পসংখ্যক নারী-পুরুষকে অক্ষর জ্ঞান দেয়া সম্ভব হয়েছিল, শিক্ষা লাভ শেষে কোন প্রকার অনুবর্তী কার্যক্রমের অভাবে তারা আবার নিরক্ষরতার অতল গর্ভে তলিয়ে গেছে।

এবারও নির্বাচনের পূর্বে বিএনপি গণশিক্ষা কার্যক্রমকে তাদের নির্বাচনী ওয়াদায় অঙ্গীভূত করেছিল। আগের দুই সরকার ছিল অগণতান্ত্রিক, কোন প্রকার অঙ্গীকার থাকার প্রশ্নও ছিল তাদের প্রশ্নাতীত। এবার নির্বাচনে জিতে যে বিএনপি সরকারের হাল ধরেছে তারা কিন্তু আগের মতো অপ্রতিনিধিত্বশীল নয়। গণশিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের ব্যাপারে তাই তারা অতীত সরকারগুলোর ব্যর্থতা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করবে বলে আমাদের ধারণা।